তুলা আমদানিতে এনবিআর আরোপিত ২% অগ্রিম আয়কর প্রত্যাহারের দাবি বিটিএমএর।

সংগৃহীত ছবি

তুলা আমদানির ওপর জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) আরোপিত ২ শতাংশ অগ্রিম আয়কর (এআইটি) নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস অ্যাসোসিয়েশন (বিটিএমএ)। সংগঠনটির দাবি, এই সিদ্ধান্ত দেশীয় বস্ত্রশিল্পকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দিচ্ছে এবং তা প্রতিবেশী দেশের স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যেই নেওয়া হয়েছে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা প্রয়োজন।

আজ শনিবার রাজধানীর গুলশান ক্লাবে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে বিটিএমএ নেতারা এআইটি প্রত্যাহারের জোর দাবি জানান। তারা বলেন, আগামী সোমবারের মধ্যে এই কর না তুলে নিলে দেশের অনেক বস্ত্রকল ঝুঁকিতে পড়বে।

বিটিএমএ সভাপতি শওকত আজিজ রাসেল বলেন, "আমার নিজের কারখানায় তুলা থেকে সুতা উৎপাদনের চেয়ে ভারত থেকে সুতা আমদানি করা সস্তা। তাহলে কি আমরা এসব নিয়ম প্রতিবেশী দেশের কর্মসংস্থান বাড়াতে করছি? সরকার কি নিরলসভাবে ওদের স্বার্থ রক্ষা করছে? এটি নিয়ে ভাবার সময় এসেছে।"

সংগঠনটির সুপারিশ—দেশে উৎপাদিত তুলা, কৃত্রিম আঁশ ও অন্যান্য আঁশ মিশ্রণে তৈরি সুতার ওপর কেজিপ্রতি ৫ টাকা সুনির্দিষ্ট কর অব্যাহতি দেওয়া হোক।

সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন বিটিএমএ পরিচালক আবদুল্লাহ আল মামুন, অমল পোদ্দার, হোসেন মেহমুদ, মো. খোরশেদ আলম, রাজিব হায়দার, সালেহউজ্জামান খান প্রমুখ।

LENS ASIA

বিটিএমএ পরিচালক আবদুল্লাহ আল মামুন বলেন,

"বস্ত্রকলমালিকেরা আজ মরে যাচ্ছেন। অনেকে তাদের কারখানা বিক্রি করে দিতে বাধ্য হচ্ছেন। এর মধ্যেই এআইটি নতুন বোঝা হয়ে এসেছে।"

অন্য এক পরিচালক মো. খোরশেদ আলম অভিযোগ করেন,

"দেশের বস্ত্রকল ধ্বংসের পরিকল্পনা বহু আগেই শুরু হয়েছে। এখন এই ধরনের করের মাধ্যমে তা বাস্তবায়ন হচ্ছে।"

যুক্তরাষ্ট্র থেকে তুলা আমদানির সম্ভাবনা নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেন পরিচালক হোসেন মেহমুদ। তিনি বলেন,

"যুক্তরাষ্ট্রের পাল্টা শুল্কের কারণে অনেকে সেদেশ থেকে তুলা আমদানির চিন্তা করছিলেন। এমন সময়েই এই ২ শতাংশ কর আরোপ করা হলো। এতে সেই সম্ভাবনাও হারিয়ে যাচ্ছে।"

বিটিএমএ-এর তথ্য অনুযায়ী, সংগঠনটির অধীনে বর্তমানে ১,৮৫৮টি সুতাকল, উইভিং ও ডাইং-প্রিন্টিং-ফিনিশিং বস্ত্রকল রয়েছে। এই খাতে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ প্রায় ২৩ বিলিয়ন ডলার। তৈরি পোশাক রপ্তানিতে দেশের যে ৭০ শতাংশ সুতা ও কাপড় সরবরাহ হয়, তা মূলত আসে এই বস্ত্র খাত থেকেই। ফলে এই শিল্পে সংকট তৈরি হলে তা দেশের সামগ্রিক রপ্তানি আয়ের ওপরও প্রভাব ফেলবে।